পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সংস্থা

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনস্থ সংস্থা :
১৯৬১ সালের রেজিস্ট্রেশন অব সোসাইটিজ অ্যাক্ট দ্বারা নিবন্ধীকৃত - রেজি: নং এস/আই এল/১৭৭২৬/২০০৩-04)

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচি শাখা

জেসপ বিল্ডিং, ৬৩ নেতাজী সুভাষ রোড, 1j am, LmL¡a¡-700001

cl i¡o : (033)22318335/8729; টেলিফ্যাক্স : (০৩৩)২২৪২-8788 // C-মেল: isgp.wbsrda@gmail.com

fœ¡^ : 59(9)/BC.Hp.¢S.¢f.¢f/21¢f-1(¢f.Hj)/2 **a¡¢lM :13/01/2012**

প্রেরক : সৌম্য পুরকায়েত
কর্মসূচি প্রবন্ধক, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ ও
পদাধিকারবলে উপ-সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

f¡fL : জেলা সঞ্চালক, LØ বিহার/দক্ষিণ দিনাজপুর/বীরভূম/বাঁকুড়া/বর্ধমান/পশ্চিম মেদিনীপুর/পূর্ব মেদিনীপুর/হাওড়া/নদীয়া
জেলা সঞ্চালe n¡M¡, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ Ljp¤Ø

¢hou : পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সফল রূপায়ণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

jq¡nu¡ / jq¡nu,

স্থানীয় উন্নয়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা ও দায়িত্বের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত এবং সামাজিক pুরক্ষার বিষয়গুলি সুনিশ্চিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রমোন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো [Environmental & Social Management Framework (ESMF)] রচনা করা হয়েছে । ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে এই সংক্রান্ত একটি আদেশনামা [পœ¡^ ew 1997-BI.¢X./J/¢X.¢f.Hg./1C-1/ ২০০৯ তাং ২৫.০৩.২০১০] প্রকাশিত হয়েছে । ওই আদেশনামা অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত সকল কাজের জন্য এই কাঠামোটি অনুসরণ করে পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ ও তদারকির কাজ করতে হবে । ওই আদেশনামায় এই কাঠামোর উদ্দেশ্য এবং কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতিগত ও কৌশলগত উপায় সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । আশা করা যায়, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ইতিমধ্যেই সেই নীতি অনুসরণ করে কাজ করছে । পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুসারে যে কোনও কাজ করার আগে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে । এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আদেশনামায় বিশদে Eল্লেখ করা আছে । তা সত্ত্বেও পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের ঘাটতি লক্ষ করা যাচ্ছে । এই প্রেক্ষিতে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর কয়েকটি দিক সম্বন্ধে পুনরায় বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক বলে মনে হয়েছে ।

প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে, এই নীতি অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের সময় সেই সকল কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবে, যার ফলে এলাকার সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটে এবং অতি দুঃস্থ ও পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির জীবিকার মানোন্নয়ন হয় । অন্য দিকে, এমন কোনও কাজ করবে না যার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং/বা পিছিয়ে পড়া সামাজিক গোষ্ঠীগুলি কোনও ক্ষ¢al pÇjM£e qu z গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন মূলক যে কোনও কর্মসূচির ফলে পরিবেশের ওপর কী কুপ্রভাব পড়তে পারে এবং সেই প্রভাবকে মোকাবিলা করার জন্য কী কী করণীয় এই বিষয়গুলিই পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামোর মুখ্য বিষয় । পরিকল্পনা রচনার সময় যে কোনও কাজ নির্বাচন করার আগে গ্রাম পঞ্চায়েত পরিবেশের ওপর সেই কাজটির প্রভাব বিবেচনা করবে । পরিবেশের ওপর কুপ্রভাব পcs Hje কোনও কাজ গ্রাম পঞ্চায়েত করবে না । যদি একান্তই জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে সেই কাজটি করা আবশ্যিক হয় তাহলে কুপ্রভাব কম করার জন্য যা যা মোকাবিলার উপায় গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নেওয়া প্রয়োজন সেই সকল উপাu…¢mC গ্রহণ করতে হবে । যেমন - পানীয় জল সরবরাহের উৎসগুলি যাতে দূষিত না হয় তার জন্য নিয়মিত পরিস্কার ও জীবানুমুক্ত করা, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নতুন গৃহ নির্মাণের সময় স্বাস্থ্যবিধি সম্মত শৌচাগার নির্মাণের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা, নার্সারী তৈরি এবং বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ, কৃষকদের মধ্যে জৈব সার ব্যবহারের জন্য সচেতনতা বাড়ানো ও প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং প্রয়োজনে সহায়তা করা, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি । মনে রাখা প্রয়োজন গ্রাম পঞ্চায়েত এমন কোনও কাজ করবে না যা সেই কাজের সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা বিভাগ বা সেই সংক্রান্ত কোনও আইন বা নিয়মকে লঙ্ঘন করে । যদি কোনও কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কোনও দপ্তর বা বিভাগ থেকে ছাড়পত্র নেওয়া বাধ্যতামূলক

হয় তবে গ্রাম পঞ্চায়েত সেই দপ্তর বা বিভাগ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে তবেই কাজটি শুরু করবে । এই রকম বেশ কিছু কাজের Ec¡q¡lZ **সংযোজনী ১**-এ দেওয়া হল ।

অন্য দিকে, সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর উন্নয়নের কাঠামো । দুঃস্থ ও পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীসমূহ যেমন নারী, তফসিলী জাতি, তফসিলী আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এবং এই সকল সম্প্রদায় ও দরিদ্র পরিবারের মহিলারা যাতে সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য পরিকাঠামো, পরিষেবা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সুযোগ নিতে পারে তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়াই হল পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর উন্নয়ন কাঠামোর প্রধান উদ্দেশ্য । গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন কোন এলাকায় পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী সমূহের লোক বসবাস করে এবং সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন পরিকাঠামোর বর্তমান পরিস্থিতি কী সেই সম্বন্ধে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বচ্ছ ধারZ¡ b¡L¡ প্রয়োজন, না হলে গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় তাদের দাবিদাওয়া যথাযথ প্রতিফলিত হবে না । এই নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত Ùরে একটি মানচিত্র অঙ্কন করা যেতে পারে যেখান থেকে কোন কোন এলাকায় পিছিয়ে পড়া মানুষজন বসবাস করেন তা যেমন বোঝা যাবে তেমনি সেই সব এলাকায় সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য পরিকাঠামোর বর্তমান স্থিতি কী তাও জানা যাবে । এই কাঠামোর আওতায় পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য গৃহীত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বা প্রকল্পগুলিকে চিহ্নিত করে তার সুযোগ-সুবিধা পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া ও সেই বিষয়ে তদারকি LI¡I Lb¡ও বলা হয়েছে । গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্মের সুফল পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে হলে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি । এক্ষেত্রে তারা যাতে তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা যথাযথ ভাবে তুলে ধরতে পারে তার সক্ষমতা তৈরি করাও গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যতম দায়িত্ব ।

pj¢ea N¡j পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় গৃহীত কাজগুলির ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা সুনির্দিষ্ট ছকে খতিয়ে দেখার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক ও নির্মাণ সহায়কের । খসড়া পরিকল্পনা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর কাজের ধরন ও প্রয়োজন অনুসারে সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিকল্পনায় গৃহীত প্রত্যেকটি L¡S ¢e¢cø p¡l¢Z (**p¡l¢Z L J M**) অনুযায়ী খতিতে ও পর্যালোচনা করতে হবে । যে সকল কাজের কোনও কুপ্রভাব পরিবেশ বা সমাজের ওপর পড়তে পারে সেই কাজগুলি রূপায়ণের সময় কী কী মোকাবিলার উপায় এবং ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে তা চিহ্নিত করে রাখতে হবে, সেই পদক্ষেপগুলিও ওই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এবং সেই অনুসারে বাজেটেও পরিবর্তন করতে হবে । কোনও কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের না থাকে, তাহলে সেই কাজগুলিকেও আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং তার জন্য সারণি গ পূরণ করতে হবে । তারপরেই সমগ্র পরিকল্পনা ও বাজেট অর্থ ও পা¢lL̓fe¡ Ef-সমিতি সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে ।

খসড়া পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদনের আগে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির পক্ষ থেকে দেখে নিতে হবে যে সমগ্র পরিকল্পনা ও বাজেটের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করেছে কিনা এবং এ বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক ও নির্মাণ সহায়কের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট ছকে শংসাপত্র (**p¡l¢Z M-B**) দেওয়া হয়েছে কিনা । flhaÑ pju kMe L¡S...¢m রূপায়ণ হবে তখন, পরিকল্পনা অনুমোদনের সময় যে সকল মোকাবিলার উপায়গুলি নেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেগুলি যথাযথভাবে নেওয়া হচ্ছে কিনা খেয়াল রাখতে হবে এবং সেগুলি সহ কাজটিকে রূপায়ণ করতে হবে । মনে রাখা প্রয়োজন, গ্রাম পঞ্চায়েত যদি কোনও কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করে তাহলে টেন্ডার নোটিশে উল্লিখিত কাজটি রূপায়ণের সময় মোকাবিলার উপায়গুলি উল্লেখ করতে হবে এবং ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তিপত্রেও বিষয়টিকে উল্লেখ করতে হবে, যাতে সেই অনুসারেই কাজটি রূপায়ণ করা সম্ভব হয় । প্রকল্f¢V l¨f¡ua qJu¡l pju ¢WL¡c¡l pwÙ¡ পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো মেনে কাজটি করছে কিনা সেটিও নজর রাখতে হবে । এছাড়া পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুসরণ করে গ্রাম পঞ্চায়েত কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করল তা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ p i¡l f¡n¡f¡¢n h¡¢oL J o¡e¡Èসিক গ্রাম সংসদ সভা এবং গ্রাম সভাতেও জনসাধারণকে জানাতে হবে ।

মনে রাখা প্রয়োজন, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করবে । এই প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে পরিবেশ বান্ধব ও পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর স্বার্থে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল তা উল্লেখ থাকবে । এই ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার রেজুলিউশনের প্রতিলিপি এবং যে নির্দিষ্ট ছকগুলিতে খসড়া পরিকল্পনা খতিয়ে দেখা ও পর্যালোচনা করা হয়েছিল সেই সকল তথ্য একটি নির্দিষ্ট ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে ।

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সক্ষমতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি । মনে রাখা প্রয়োজন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্য এবং কর্মচারীদের এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন

। এর জন্য প্রয়োজনে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে । এছাড়া জেলা সঞ্চালন n¡M¡l fক্ষ থেকে জেলায় অবস্থিত বিভাগীয় দপ্তরগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে যাতে তাদের প্রয়োজনীয় pq¡ua¡ f¡Ju¡ k¡u z আশা করি আপনি গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি উপলব্ধি করবেন এবং এই প্রক্রিয়াকে সফল করার জন্য আরও বেশি করে সচেষ্ট ও সক্রিয় হবেন । এ ব্যপারে আপনি প্রয়োজন অনুসারে রাজ্য স্তরে যোগাযোগ করবেন । শুভেচ্ছা pq,

B fe¡l ¢hnÙ,

(সৌম্য পুরকায়েত)

fœ¡^ : 59(9)/1(1387)/BC.Hp.¢S.¢f.¢f/21¢f-1(¢f.Hj)/2 **a¡¢lM :13/01/2012**

এই পত্রের প্রতিলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য দেওয়া হল :

1) p¡i¡¢df¢a, LÚ¢hq¡l/c¢r ণ দিনাজপুর/বীরভূম/বাঁকুড়া/বর্ধমান/পূর্ব মেদিনীপুর/ পশ্চিম মেদিনীপুর/q¡Js¡/ec£u¡ জেলা পরিষদ z

2) জেলা শাসক, কুচবিহার/দক্ষিণ দিনাজপুর/বীরভূম/বাঁকুড়া/বর্ধমান/পশ্চিম মেদিনীপুর/পূর্ব মেদিনীপুর/হাওড়া/নদীয়া ।

3) p¡i¡f¢a, f¢ÕQjh‰ coZ ¢eu¿Z foc z

4) A¢a¢lš² ¢eh¡q£ B¢dL¡¢lL, LÚবিহার/দক্ষিণ দিনাজপুর/বীরভূম/বাঁকুড়া/বর্ধমান/পূর্ব মেদিনীপুর/q¡Js¡/ec£u¡ জেলা পরিষদ এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক (পঞ্চায়েত), পশ্চিম মেদিনীপুর z

5) জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, কুচবিহার/দক্ষিণ দিনাজপুর/বীরভূম/বাঁকুড়া/বর্ধমান/পশ্চিম মেদিনীপুর/ fh মেদিনীপুর/হাওড়া/নদীয়া z

6) pভাপতি, ... পঞ্চায়েত সমিতি ।

7) pj¢ø Eæue B¢dL¡¢lL, ... hL z

8) fd¡e, ... গ্রাম পঞ্চায়েত ।

9) n£ja£ / n£ .... z

10) N¡X g¡Cm z

(সৌমÉ flL¡য়েa)

সংযোজনী ১ [fœ¡^ : 59(9)/BC.Hp.¢S.¢f.¢f/21¢f-1(¢f.Hj)/2 a¡¢lM :13/01/2012]

1) পানীয় জলের নলকূপ-Hl f¢lL Òfe¡ NqZ Ll¡l Ll¡l pju ¢ej¢m¢Ma বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন

- ✓ গ্রাম পঞ্চায়েতটি যদি আর্সেনিক প্রবZ ব্লকের আওতায় হয় তাহলে জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের পরামর্শ ও সহায়তা ব্যতিত কোনও নলকূপ গ্রাম পঞ্চায়েত স্থাপন করবে না z
- ✓ বৃষ্টির জল বা অন্যান্য দূষিত জল যাতে নলকূপের ভিতর চলে না যায় এবং নলকূপের চারপাশে বর্জ্য জল যাতে জমে না থাকে, সেই জন্য নলকূপের পরিকল্পনা করার সময় নলকূপের চাতাল ও শোষক গর্ত সহ পরিকল্পনা করতে হবে এবং সেই অনুসারে বাজেট ধরতে হবে । গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় এর স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে z
- ✓ নলকূপের চারধারে ৭৫ সেন্টিমিটার ভালোভাবে বাধাঁতে হবে ও প্যারাপেট দিতে হবে এবং জমির লেভেল থেকে ওপরে হতে হবে z
- ✓ নলকূপটি স্থাপনের জন্য যে স্থানটি বাছা হবে সেই স্থানটি যেন যে কোনও শোষক গর্ত বা বৃষ্টির জল সংরক্ষণ পরিকাঠামো বা অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধান বিষয়ক কাঠামো থেকে কমপক্ষে ১৫ মিটার দূরে হয় z
- ✓ নলকূপের জল ব্যবহারের আগে জলের গুণমান অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে এবং জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী দপ্তরের পানীয় জলের গুণগত মান সম্বন্ধীয় যে নিয়মনীতি আছে সেই অনুসারে জল পানের উপযুক্ত কিনা তা দেখতে হবে z
- ✓ প্রতি বছর জলের রসায়নিক গুZ¡...Z J S£h¡e pwœ²¡¿ ...Z¡গুণ পরীক্ষা যাতে হয় তার উদ্যোগ নিতে হবে এবং সেই অনুসারে জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে পদক্ষেপ নিতে হবে z
- ✓ নীচে জলের কিছু রসায়নিক পদার্থের সর্বোচ্চ মাত্রা দেওয়া হল
  - Bule - 1 ¢j¢mN¡j/¢mV¡l
  - আর্সেনিক - 0.05 ¢j¢mN¡j/¢mV¡l
  - gl¡CX - 1.5 ¢j¢mN¡j/¢mV¡l
  - ক্লোরাইড - 1000 ¢j¢mN¡j/¢mV¡l
- ✓ মাটির নীচে স্থির জলতল সাপেক্ষে কোন হস্তচালিত পাম্প উপযোগী তা নিম্নে দেওয়া হল
  - ৭ মিটারের মধ্যে - p¡d¡lZ qÙ Q¡¢ma f¡Çf
  - ৭ মিটার থেকে ১৫ মিটার - a¡l¡ f¡Çf
  - ১৫ মিটার থেকে ৫০ মিটার - C¢äu¡ j¡L II
  - ৫০ মিটারের বেশি - C¢äu¡ j¡L III

2) সেচের জলের নলকূপ-Hl f¢lL Òfe¡ NqZ Ll¡l Ll¡l pju ¢ej¢m¢Ma বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন

- ✓ সেচের কাজের জন্য কোনও টিউবওয়েল বা কুয়ো খুঁড়তে গেলে জেলা পরিষদে অবস্থিত জেলা ভূগর্ভস্থ জল সম্পদ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি অবশ্যই নিতে হবে ।
- ✓ যে সকল জেলা মাঝারি সঙ্কটপূর্ণ বা সঙ্কটপূর্ণ সেই জেলাগুলিতে যদি সেচের জন্য নলকূপ স্থাপন করতে হয় তাহলে দুইটি নলকূপের মাঝে নূন্যতম ২০০ মিটারের দূরত্ব বজায় রাখতে হবে z
- ✓ দক্ষ সেচ প্রযুক্তির প্রসারণের জন্য কৃষি দপ্তর বা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে পরামর্শ ও কারিগরী সহায়তা নিতে হবে z

3) কোনও পরিষেবা প্রদানকারী গৃহ (যেমন অঙ্গড়ওয়াড়ি কেন্দ্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদি) °a¢ll f¢lL Òfe¡ NqZ Ll¡l Ll¡l pju ¢ej লিখিত বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন

- ✓ ঘরে সকলের বসার জন্য যাতে উপযুক্ত জায়গা J যথেষ্ট আলো বাতাস চলাচলের জায়গা থাকে Hhw বাড়ির ছাদ অ্যাসবেস্টাসের e¡ qu তা নিশ্চিত করতে হবে z

- ✓ Aঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করার সময় উপযুক্ত জলের ব্যবস্থা (সম্ভব হলে নলবাহিত জল) সহ শৌচালয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও মিড ডে মিল রান্নার ব্যবস্থা সহ পরিকল্পনা করতে হবে এবং সেই অনুসারে বাজেট ধরতে হবে । পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবে এর উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ।
- ✓ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র ইত্যাদি পরিকাঠামোর তৈরির জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের জমির প্রয়োজন । পরিকল্পনা গ্রহণের সময় থেকেই জমি সংগ্রহের কাজ শুরু করে দেওয়া দরকার । অনেক সময় দেখা যায় যে অনুমোদিত পরিকল্পনায় এই ধরনের কাজ ধরা থাকলেও শুধুমাত্র জমি সংগ্রহ না হওয়ার ফলে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না । এই কারণেই জমি সুনির্দিষ্ট করা না হলে গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা না নেওয়াই ভালো ।
- ✓ গ্রাম পঞ্চায়েত জোর করে কারুর কাছ থেকে জমি সংগ্রহ করবে না । গৃহ নির্মাণের জন্য জমিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নামে রেজিস্ট্রি হওয়া অত্যন্ত জরুরি । অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি, জমি যার একমাত্র সম্বল, তার কাছ থেকে সেই জমি না নেওয়াই ভালো ।
- ✓ যে ব্যক্তি আগ্রহের সাথে জমি দান করতে ইচ্ছুক, ওই ব্যক্তি গ্রাম সংসদ সভায় বা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় উপস্থিত সকলের সামনে এই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করবেন এবং লিখিতভাবে সম্মতি পেশ করতে হবে । এই সম্মতিপত্রটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে এবং বিষয়টি সভার রেজ্যুলিউশনে উল্লেখ করতে হবে ।
- ✓ সাধারণত, ১০ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে জমির মালিক রাজ্য সরকার বা গ্রাম পঞ্চায়েতকে জমিটি দান করে থাকে । এই স্ট্যাম্প পেপারে দানপত্রের বৈধতা ৬ মাস পর্যন্ত । অতএব, সেই জমিতে নির্মাণকার্য শুরু হওয়ার আগেই গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে দানপত্রটি রেজিস্ট্রি করে নিতে হবে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জমিটি যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দান করা হয়, তবে রেজিস্ট্রি করার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বা স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রের জন্য কোনও স্ট্যাম্প ডিউটি লাগবে না । এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে ।
- ✓ উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য কার কার কাছ থেকে কোন জমি পাওয়া গেল তার নির্দিষ্ট তালিকা এবং এ সংক্রান্ত সকল নথি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে থাকা আবশ্যক ।
- ✓ উর্বর কৃষি জমি বাদ দিয়ে গৃহ নির্মাণের স্থান বাছা দরকার z
- ✓ নির্মাণ কার্যের সময় যে আবর্জনা তৈরি হবে সেইগুলি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য স্থান চিহ্নিত করে রাখতে হবে এবং তার ফলে কৃষিজমি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা সুনিশ্চিত করা আবশ্যক ।

4) রাস্তার পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় নিম্নলিখিত বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন

- ✓ রাস্তার পরিকল্পনা নেওয়ার সময় যদি জমি সংগ্রহের প্রয়োজন হয় তাহলে জমিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নামে রেজিস্ট্রি হওয়া অত্যন্ত জরুরি । যে সকল ব্যক্তি জমি দিতে ইচ্ছুক তারা গ্রাম সংসদের সভায় অথবা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় উপস্থিত সকলের সামনে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করবেন এবং লিখিত সম্মতি পেশ করবেন । এই সম্মতিপত্রটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে এবং বিষয়টি সভার রেজ্যুলিউশনে উল্লেখ করতে হবে । অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তির জমি যদি একমাত্র সম্বল হয়ে থাকে তবে তার কাছ থেকে সেই জমি যাতে না নিতে হয়, সেইভাবেই পরিকল্পনা করা দরকার ।
- ✓ জমি সংগ্রহ সম্পূর্ণ হলে তবেই নির্মাণ কার্য শুরু করা যেতে পারে z
- ✓ উর্বর কৃষি জমিতে বা জলা ভূমি ভরাট করে রাস্তা নির্মাণ করা যাবে e¡ z
- ✓ রাস্তা নির্মাণ করতে গেলে যদি গাছ কাটার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে বন দপ্তরের নিয়ম মেনে গাছ কাটতে হবে (যেমন-N¡j£Z Hm¡L¡u তিনটির বেশি গাছ বন দপ্তরের অনুমতি ছাড়া কাটা যায় না) এবং গ্রাম পঞ্চায়েতকে সেই বছরই বনসৃজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে । খেয়াল রাখতে হবে যতগুলি গাছ কাটা হবে তার দ্বিগুণ গাছ যেন লাগান হয় z

- ✓ নিম্নলিখিত গাছগুলির মধ্যে যদি একটি গাছও কাটতে হয় তবে বন দপ্তরের অনুমতি নিতে হবে
  - ☞ njm, nö, N¡j¡l, jýu¡, n¡m, মেহগনি, খয়ের, কেন্দু, Q¡Çf, VL, ম্যানগ্রোভ S¡a£u
- ✓ পরিযায়ী পাখিরা যে গাছগুলিতে বাসা বাঁধে সেই গাছগুলি কাটা যাবে ন¡ z
- ✓ যে কোনও জলাধারের বাধেঁর ১.৫ মিটারের মধ্যে বা কোনও পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকা যেমন জলাভূমি, নদীনালা বা ধস প্রবণ এলাকা থেকে মাটি নেওয়া যাবে না z
- ✓ রাস্তা তৈরি বা সংস্কারের ক্ষেত্রে রাস্তার দুপাশ থেকে যেন ৪৫ সেন্টিমিটারের বেশি মাটি কাটা না হয় z
- ✓ l¡Ù¡ °a¡l£ f¢lL Òfe¡ Hjন ভাবে করতে হবে যাতে যথাযথ নিকাশি ব্যবস্থা থাকে এবং যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে কালভার্ট, ব্রীজের সুযোগ রাখতে হবে । এই বিষয়গুলিকে পরিকল্পনাতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সেই মোতাবেক রাস্তার বাজেট বানাতে হবে ।
- ✓ রাস্তা তৈরির সময় অপ্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রীর ফেলার ব্যবস্থা রাখতে হবে । এছাড়া ভারি যন্ত্র ব্যবহারের জন্য রাস্তার পাশের জমির ক্ষতি না হওয়া, শব্দের মাত্রা বা ধুলা অতিরিক্ত না হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলিকে খেয়াল রাখতে হবে । ঠিকাদারের মাধ্যমে যদি রাস্তা তৈরি হয় এই বিষয়গুলি কাজের শর্তের মধ্যে রাখা প্রয়োজন ।

5) eL¡n e¡m¡l f¢lL Òfe¡ NqZ LI¡l LI¡l pju ej লিখিত বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন

- ✓ নালা নির্মাZর ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান যে বিষয়টি খেয়াল রাখা প্রয়োজন তা হল নালাটি এমন ভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে জল কোনও জায়গায় জমে না থাকে । এর জন্য প্রয়োজন মত ঢালের ব্যবস্থা রাখতে হবে z
- ✓ নালার স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে জমির ঢাল কোন দিকে তা খেয়াল রাখা প্রয়োজন । উচ্চতর স্থান থেকে নিম্নতর স্থানের দিকে নালা নির্মাণ করা প্রয়োজন z
- ✓ নালা নির্মাZর ক্ষেত্রে নালাটির অন্তিম স্থান সঠিক ভাবে নির্বাচন করা প্রয়োজন । খেয়াল রাখতে হবে যাতে নালার আবর্জনা যুক্ত জল কোন পরিশুদ্ধ জলের সাথে গিয়ে না মেশে বা খোলা উন্মুক্ত জায়গাকে দূষিত না করে z
- ✓ খেয়াল রাখা প্রয়োজন নিকাশী নালায় যাতে কেবলমাত্র পলিযুক্ত আর্বজনা যায় এবং এতে যেন সেপটিক ট্যাঙ্কের আবর্জনা মিশে না যায় । আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে এই নিকাশী নালায় যাতে প্লাসটিক প্যাকেট বা ওই জাতীয় জিনিস না আসে । কারণ এর ফলে নালার মুখ বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং এর থেকে পরিবেশ দূষণ ঘটতে পারে ।
- ✓ নিকাশী নালার ক্ষেত্রে পরিস্কার করার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন z

6) ছোট ছোট সেচ নালার পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় নিম্নলিখিত বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন

- ✓ নালা নির্মাZর ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান যে বিষয়টি খেয়াল রাখা প্রয়োজন তা হল নালাটি এমন ভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে জল কোনও জায়গায় জমে না থাকে । এর জন্য প্রয়োজন মত ঢালের ব্যবস্থা রাখতে হবে z
- ✓ নালার স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে জমির ঢাল কোন দিকে তা খেয়াল রাখা প্রয়োজন । উচ্চতর স্থান থেকে নিম্নতর স্থানের দিকে নালা নির্মাণ করা প্রয়োজন z
- ✓ নির্মাZl pju A¢a¢lš² j¡V এমন ভাবে ফেলতে হবে যাতে জলের ধারা আটকে না যায় z
- ✓ ভূমিক্ষয় যাতে না হয় সেটি খেয়াল রাখা দরকার z
- ✓ ধস আটকানোর জন্য নালার পার্শ্ববর্তী ঢাল ১.৫ :১ বা ২ :১ করা দরকার z

7) সামুদায়িক শৌচাগার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ LI¡I LI¡I pju ¢ej লিখিত বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন

- ✓ জলের উৎসের কমপক্ষে ১৫ মিটার দূরে শৌচাগারের স্থান নির্বাচন করা প্রয়োজন z
- ✓ শৌচাগারের স্থানে জলের ব্যবস্থা রাখা দরকার z
- ✓ শৌচাগারের নালা সংযোগকারী স্থানটি যদি জল সরবরাহের পাইপের থেকে ৩ মিটারের মধ্যে হয় সেক্ষেত্রে শৌচাগার থেকে যে জল নিকাশী নালাটি বেরচ্ছে সেটি যেন জলের কোনও উৎস থেকে ১ মিটার নীচে হয় যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে জল সরবরাহকারী পাইপের সংযোগকারী জায়গা বাঁধিয়ে দিতে হবে z
- ✓ শৌচাগার নিয়মিত পরিস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে z

8) এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত যে কোনও পরিকল্পনা নেওয়ার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি খেয়াল রাখবে

- ✓ কোনও রকম কাজেই কোনও শিশু শ্রমিক নিযুক্ত করা যাবে না z
- ✓ সরকারি খাস জমিতে কোনও কাজ করতে গেলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের লিখিত অনুমতি নিতে হবে । এ বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রাজস্ব পরিদর্শক এবং প্রয়োজন অনুসারে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে ।
- ✓ কোনও পুকুর খনন বা সংস্কারের পর তার চারপাশে কংক্রিটের গার্ড ওয়াল তৈরি করা যাবে না । অবশ্য প্রয়োজন অনুসারে বাঁধানো স্নানের ঘাট বা সিঁড়ি তৈরি করা যেতে পারে ।
- ✓ যে কোনও গার্ড ওয়াল করার সময় খেয়াল রাখতে হবে সেটি যেন কখনই কংক্রিটের না হয় (প্রয়োজন অনুসারে বাঁশ বা টালি দিয়ে করা যেতে পারে) এবং বৃষ্টির জলের যেন অবাধ গতিপথ থাকে ।
- ✓ pwl¢ra he¡'m h¡ heÉf¡Zীদের অভয়ারণ্য থেকে ১ কিমি দূরত্বের মধ্যে কোনও কাজ করতে গেলে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমতি নিয়ে কাজটি করতে হবে z
- ✓ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিষিদ্ধ কোনও সার বা কীটনাশক বা জীবানুনাশক ব্যবহার করা যাবে না ।
- ✓ কবরস্থান বা শ্মশানের উন্নয়ন সংক্রান্ত কোনও কাজ করার আগে অবশ্যই দেখে নেওয়া আবশ্যক যে সরকারি নথিতে ওই জায়গাটি কবরস্থান বা শ্মশান হিসাবে নথিভুক্ত আছে কিনা । যদি থাকে, তাহলেই সরকারি অর্থে ওই এলাকার উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া যাবে । ব্যক্তিগত বা শরিকানা মালিকানা থাকলে এর জন্য আলাদা করে সংশ্লিষ্ট সকল মালিকের থেকে অনুমতি পত্র (No Objection Certificate [NOC]) নিতে হবে । কবরস্থান বা শ্মশানে কোনও কাজ করার আগে আরও সুনিশ্চিত করতে হবে যে এর ফলে পরিবেশের কোনও ক্ষতি যাতে না হu z
- ✓ এলাকায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নতুন শিল্প স্থাপনের সময় বা যে সকল শিল্প চলছে সেগুলির ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্র আছে কিনা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তা দেখে নেওয়া আবশ্যক ।
- ✓ যে কোনও কর্ম পরিকল্পনা রূপায়ণ করার আগে বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে । যার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন -
  - i¢jL¡
  - কাজের এলাকার বিস্তারিত বিবরণী
  - প্রস্তাবিত নির্মাণ কার্যের উদ্দেশ্য Hhw faÉ¢na pgm
  - ¢hnদ বিবরণ সহ প্ল্যান ও এস্টিমেট
  - টেন্ডার এবং হিসাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  - পরিবেশগত ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার্থে গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপ